মহিলাদের ১০০ হাদীস

মাওলানা মোফাজ্জল হক

সবুজপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহিলাদের একশ' হাদীস

১. মায়ের অধিকার

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট থেকে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কে? তিনি [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা। অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার বাবা। এরপর ক্রমান্বয়ে তোমার নিকটবর্তী লোকজন। [বুখারী ও মুসলিম]

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধমা

আবূ তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিরানা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোশত ভাগ করতে দেখলাম। এমন সময় একজন মহিলা এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতি নিকটে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং মহিলাটি তাঁর উপর বসলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, মহিলাটি কে? তাঁরা বললেন, ইনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ মা। (যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করিয়েছেন)। [আবূ দাউদ]

৩. খালা মায়ের সমতুল্য

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি মক্কা থেকে হামযার মেয়েকে নিয়ে (মাওকিফে) রওয়ানা হলে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বলেন, আমি

এর (লালন-পালনের) অধিক হকদার। কেননা, সে আমার চাচার মেয়ে এবং আমার স্ত্রী তার খালা। আর খালা হলো, মায়ের সমতুল্য। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি এর অধিক হকদার। কেননা সে আমার চাচার মেয়ে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে আমার স্ত্রী। সেই তার লালন-পালনের অধিক হকদার। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমিই এর অধিক হকদার। কারণ, আমি তার জন্যই বের হয়েছি এবং সফর শেষে (এখানে) মাওকিফে এসেছি। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলে তার নিকট এ সমস্যা পেশ করা হয়। তখন তিনি এ মেয়ে সম্পর্কে এরূপ ফয়সালা দেন যে, সে জাফরের সাথে অবস্থান করবে। তাতে সে তার খালার সাথে থাকতে পারবে। আর খালা তো মায়ের মতো। [আবূ দাউদ]

টীকা: মেয়েটি জাফরের চাচাত বোন আলীরও চাচাত বোন; কিন্তু জাফরের স্ত্রী তার খালা হওয়ার কারণে তিনিই মেয়েটির লালন-পালনের বেশি হকদার হলেন।

৪. নামাযরত অবস্থায় মায়ের ডাক

আবদুর রহমান ইবনে হরমুয রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মহিলা ইবাদতখানায় নামাযরত পুত্রকে ডাকলেন, হে জুরায়েয! সে (পুত্র) বলল, হে আল্লাহ! একদিকে আমার নামায, অন্যদিকে আমার মায়ের ডাক। মহিলাটি আবারও ডাকল, হে জুরায়েয! এবারও সে বলল, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মায়ের ডাক, অন্যদিকে আমার নামায। তখন মহিলাটি (মা) বদ্‌দোয়া করল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত যেন জুরায়েযের মৃত্যু না হয়। তার (জুরায়েযের) ইবাদতখানার পাশে এসে এক রাখালিনী বকরি চড়াত। সে একটি অবৈধ সন্তান প্রসব করলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ সন্তান কার? সে বলল, জুরায়েযের। সে একদিন তার ইবাদতখানা থেকে বের হয়ে এসেছিল। (এ ঘটনার পর) জুরায়েয লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করল, সে মহিলা কোথায়, যে বলে বেড়ায় যে, তার গর্ভের সন্তান আমার? অতঃপর মহিলাকে সন্তানসহ হাজির করা হলে জুরায়েয সন্তানকে উদ্দেশ করে বলল, বাবু বলো তো, তোমার পিতা কে? শিশুটি বলল, বকরির রাখাল। [বুখারী]

টীকা: ঘটনার সময় নামাযরত অবস্থায় কথা বলা জায়েয ছিল। পরে কুরআনের আয়াত দ্বারা এটা বাতিল করা হয়েছে। তাই নামায অবস্থায় কথা বললে এখন নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৫. মহিলাদের উপদেশ দান

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহিলাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, (আপনার নিকট থেকে সুবিধা আদায় করার ব্যাপারে) পুরুষেরা আমাদেরকে পরাজিত করে রেখেছে। কাজেই আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটা দিন ধার্য করে দিন। তিনি তাদেরকে একটি দিনের ওয়াদা করেন। ঐ নির্দিষ্ট দিনে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি তাদেরকে উপদেশ ও আদেশ দিতেন। (একবার) তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের যেকোনো মহিলার তিনটি সন্তান হলে তা তার জন্য দোযখের আগুন থেকে (বাঁচার) পর্দাস্বরূপ হবে। এতে একজন মহিলা বলল, যদি দুটি সন্তান হয় (তাহলে কী হবে)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'দুটি হলেও'। [বুখারী]

টীকা: পুরুষেরা পরাজিত করে রেখেছে অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণের ব্যাপারে তারা বেশি সুযোগ পায়। মসজিদে, ঈদগাহে, মাহফিলে, মজলিসে সব সময় আপনার পাশে থাকে।

৬. মহিলাদের জান্নাতে যাওয়া সহজ

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মহিলা যখন তার উপর নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমযানের রোযা রাখবে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে এবং স্বামীর অনুগত থাকবে তখন সে বেহেশতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা ঢুকতে পারবে। [মিশকাত]

৭. আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় কাজ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) আমার কাছে এলেন। তখন আমার নিকট একটি মেয়ে (বসে) ছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'অমুক'। এই বলে তিনি মেয়েটির নামাযের কথা উল্লেখ করলেন (অর্থাৎ সে বেশি বেশি নফল নামায পড়ত)। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থামো, যতটা তোমাদের সাধ্যে কুলায় ততটা করা উচিত। আল্লাহর কসম! তোমরা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ক্লান্ত হন না। আর যে কাজ কেউ সর্বদা (নিয়মিতভাবে) করে সেটিই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। [বুখারী]

টীকা: আল্লাহ ক্লান্ত হন না। অর্থাৎ, তোমরা যত নেক কাজ কর তিনিও ততই তার প্রতিদান দেন। তার কোনো ক্লান্তি নেই; বরং তোমরা এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

৮. ইস্তিহাযা মহিলার নামায

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একজন মহিলার রক্তস্রাব হতো। তাঁর সম্পর্কে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, যে রোগে এ মহিলা আক্রান্ত হয়েছে রোগ হওয়ার আগে তার কত মাসে কত দিন হায়েয হতো সে তার প্রতি লক্ষ রাখবে। মাসের ঐ ক'দিন নামায পড়বে না। তারপর ঐ কয়দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে গোসল করবে। তারপর লজ্জাস্থান কাপড় দিয়ে বাঁধবে, তারপর নামায পড়বে। [মুয়াত্তা]

[টীকা: এ জাতীয় রোগকে ইস্তিহাযা বলে। হায়েযের মেয়াদ ছাড়া এ অবস্থায় নামায, রোযা, স্বামী সহবাসসহ সব ইবাদাত করতে পারবে।]

৯. রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রোযা অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে আনন্দ-ফুর্তি করার সময় তাকে চুমু দিই। এরপর আমি [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম], ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আজ আমি একটি গুরুতর কাজ করে ফেলেছি, রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীকে চুমু দিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি কি রোযা অবস্থায় কুলি কর না? (ইশা ইবনে হাম্মাদ তাঁর হাদীসে বলেন,) আমি বললাম, এতে তো কোনো দোষ নেই। [আবূ দাউদ]

[টীকা: কামভাব বা বীর্যপাতের সম্ভাবনা থাকলে চুমু দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।]

২৭. সৌন্দর্যের মোহে বিয়ে না করা

আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সৌন্দর্যের মোহে কোনো মহিলাকে বিয়ে করো না। হয়তোবা তাদের রূপ-লাবণ্য তাদের জন্য ধ্বংসকারী হতে পারে এবং সম্পদশালী হওয়ার কারণেও তাদেরকে বিয়ে করো না। কারণ, এমনও হতে পারে যে তাদের সম্পদ তাদেরকে পাপ ও অবাধ্যতায় নিমগ্ন করবে; বরং তাদের তাকওয়া ও পরহেযগারির ভিত্তিতে তাদেরকে বিয়ে করো। কেননা, কালো রঙের কুৎসিত দাসীও যদি দীনদার হয় তবে সে উচ্চবংশীয় সুন্দরী মহিলার চেয়ে উত্তম। [মুনতাকী]

২৮. দুই বোনকে একসাথে বিয়ে না করা

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কোনো মহিলাকে তার ফুফুর সাথে অথবা ফুফুকে তার ভাইয়ের মেয়ের সাথে একত্রে বিবাহ করবে না। আর কোনো মহিলাকে তার খালার সাথে অথবা খালাকে তার বোনের মেয়ের সাথে একত্রে বিবাহ করবে না। আর তোমরা বড় (বোন)-কে ছোট (বোন)-এর উপর এবং ছোট (বোন)-কে বড় (বোন)-এর উপর বিবাহ করবে না। (অর্থাৎ, দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করবে না)। [আবূ দাউদ]

৪০. তিন তালাকের স্ত্রী

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক (বায়েন) দিয়েছে, এরপর সে (মহিলা) অন্য একজনের সাথে বিয়ে হয়েছে এবং তার সাথে নির্জন বাসও করেছে (সহবাস হয়নি), এরপর তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করা হয়েছে। এ মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি (আয়েশা) বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ মহিলা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য (পুনর্বার বিয়ে করা) হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস সুখ ভোগ করে এবং সে ব্যক্তিও (দ্বিতীয় স্বামী) তার সাথে দৈহিক মিলনের সুখানুভব করে। [আবূ দাউদ]

৪১. সন্তান গর্ভধারণে যথেষ্ট সাওয়াব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো মহিলা গর্ভাবস্থায় সন্তান প্রসবের আশায় থাকে তখন পুরো সময়টাতেই সে সাওয়াব পায়– যেমন সাওয়াব একজন রোযাদার, একজন রাত্রি জাগরণকারী, আনুগত্যকারী এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ব্যক্তি পেয়ে থাকেন। আর সন্তান প্রসব হওয়ার সময়ের কষ্টের বিনিময়ে তাকে যে কত সাওয়াব দেওয়া হয় তা কোনো সৃষ্টিকুলের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। মহিলার (প্রসবকালে) চিৎকারের পর যখন শিশু জন্ম নেয় (এবং সে তাকে নিজের দুধ পান করায়) তখন দুধের প্রতিটি ঢোকের জন্য সে এমন সাওয়াব পায়, যা একজনকে জীবন দানের জন্য পাওয়া যায়। আর যখন দুধ ছাড়ানো হয় (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুধ পান করার পর) তখন ফেরেশতা তার কাঁধে হাত রেখে (সম্মান ও ভালোবাসায়) বলতে থাকে, (আল্লাহর দাসী) এখন দ্বিতীয় বার গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুতি নাও। [কানযুল উম্মাল]

৫১. স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর কাছে যাওয়া নিষেধ

আমর ইবনুল আর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মুক্ত দাস (আবূ কায়েস আবদুর রহমান ইবনে সাবিত) থেকে বর্ণিত। একদিন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে আসমা বিনতে উমাইস [আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী]-এর কাছে যাওয়ার অনুমতির জন্য আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু (আসমার স্বামী)-এর কাছে পাঠান। তিনি তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি (আমর) যখন প্রয়োজনীয় আলাপ শেষ করলেন তখন উক্ত গোলাম এ সম্পর্কে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীদের অনুমতি ছাড়া তাদের স্ত্রীদের কাছে যেতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। [তিরমিযী, আহমাদ]

[টীকা: ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আসমা বিনতে উমাইসকে বিবাহ করেন। তাই আমর ইবনুল আস ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতির জন্য তার দাসকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন।]

৫২. স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

হাকীম ইবনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! স্বামীদের উপর স্ত্রীদের কী হক? তিনি বললেন, সে যা খাবে স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে। সে যা পরিধান করবে স্ত্রীকেও তা পরিধান করাবে। আর তার (স্ত্রী) চেহারার উপর মারবে না এবং তাকে গালমন্দ করবে না। আর তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে না। [আবূ দাউদ]

৫৩. স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

আবূ বকর ইবনে শায়বা থেকে বর্ণিত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যদি কাউকে অপর কোনো ব্যক্তিকে সিজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ করতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য। কেননা, কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে লাল পাহাড় থেকে কালো পাহাড় অথবা কালো পাহাড় থেকে লাল পাহাড়ে যেতে বলে তবে স্ত্রীর জন্য তা-ই করা উচিত। [নাসাঈ]

[টীকা: লাল পাহাড় ও কালো পাহাড়ের উদাহরণ দ্বারা দূরত্ব ও কষ্টসাধ্য বিষয় বোঝানো হয়েছে।]

৮৫. সহবাসের সময় দোয়া

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করে তখন সে যেন বলে–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رزَقْتَنَا

অর্থাৎ, 'আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! শয়তান থেকে বাঁচাও এবং যে রিযক তুমি দিয়েছ তা শয়তান থেকে পবিত্র রাখ।' অতঃপর তাদের মিলনের ফলে যদি কোনো সন্তান জন্মে তখন শয়তান কোনো সময় তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। [আবূ দাউদ]

৯৬. মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের শোক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে

শুনেছি, যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার পক্ষে কোনো মৃতব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করা হলাল নয়। তবে কেবল স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করতে পারে। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) অতঃপর আমি যয়নব বিনতে জাহাশের কাছে গেলাম, যখন তার ভাইয়ের মৃত্যু হয়। তখন তিনি কিছু সুগন্ধি চেয়ে নিলেন এবং তা গায়ে মেখে বললেন, আমার খোশবু (সুগন্ধি) ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন হতো না, যদি না আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনতাম, কোনো মহিলারা স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন আর অন্য কোনো মৃতের প্রতি তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা জায়েয নয়। [বুখারী]

৯৯. মহিলারা জানাযার অপেক্ষায়

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে মহিলাদেরকে বসা অবস্থায় দেখতে পান। তখন তিনি বললেন, তোমরা কেন বসে আছ? তারা বলল, আমরা জানাযার নামাযের অপেক্ষায় আছি। তিনি বললেন, তোমরা কি (মৃতের) গোসল করাবে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, তোমরা কি জানাযা বহন করবে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, তোমরা কি মৃতকে কবরে রাখার কাজে অংশগ্রহণ করবে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, এখানে তোমাদের জন্য কোনো সওয়াব নেই। সুতরাং তারা ফিরে যান। [ইবনে মাজাহ]

১০০. মহিলারা বাঁকা হাড়ের সৃষ্টি

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে তোমার জন্য কখনও কিছুতেই সোজা হবে না। যদি তুমি তার দ্বারা কাজ নিতে চাও তাহলে এ বাঁকা অবস্থাতেই কাজ নেবে। যদি সোজা করতে চাও ভেঙে যাবে। আর তাকে ভাঙা হলো তালাক দেওয়া। [মুসলিম]

কখনও সোজা হবে না অর্থাৎ তারা এক অবস্থার উপর থাকবে না, কখনও আনুগত্য করবে, কখনও করবে না, কখনও অল্পে তুষ্ট হবে, কখনও বেশি চাইবে।]

***